আনুগত্য ও অনুকরণ

প্রারম্ভিক কথাঃ ইসলাম সর্বকালীন সার্বজনীন। ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকলের জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন আদর্শ, জীবন বিধান।

মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, জাতীয় জীবন, আন্তর্জাতিক জীবন, তথা ব্যক্তি থেকে বিশ্ব পর্যন্ত সবকিছু পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ন মৌলিক নীতিমালা ও মূল সূত্র নির্ধারন করে দিয়েছে ইসলামী শারিয়া'হ। মানব সমাজের জন্য শারীয়া'হ নির্ধারিত বিষয় সমূহের অন্যতম হচ্ছে আনুগত্য ও অনুকরণ।

শব্দ পরিচিতিঃ কারো আদেশ নিষেধ মেনে চলার নাম আনুগত্য। আর কারো বাতানো বা শিখানো পদ্ধতি মেনে কাজ করার নাম অনুকরণ।
আনুগত্যের আরবী শব্দ ইত্বায়া'হ। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় এতায়াত।
আর অনুকরণের আরবী শব্দ ইত্তিবা'। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় ইত্তেবা।

আনুগত্যের বিধানঃ
ইসলামে আনুগত্যের তিনটি স্তর রয়েছে। যথাঃ

- আল্লার আনুগত্য।
- রাসূলের আনুগত্য।
- কর্তৃত্বশীল ব্যক্তি বর্গের আনুগত্য। ইরশাদ হচ্ছে...

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً(59)

মুঅমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর (কারনঃ ইহাই আনুগত্যের মূল।) আর আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের কর্তা ব্যক্তিদের। তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের ব্যাপারে ইমানদার হয়ে থাকলে অমিমাংসিত যাবতীয় বিষয় নিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের (তথা শারিয়া'হ আইনের) কাছে ছুটে যাও। (কারন শারীয়াহ আইনই ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ পূর্ন আইন এবং আল্লাহর অনুমোদন কৃত একমাত্র আইন।) (৪ নিসাঃ ৫৯)

আল্লার আনুগত্যঃ আয়াতে তিন জনের আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। আনুগত্য করতে হবে আল্লাহর। আনুগত্য করতে হবে রাসূলের এবং কর্তা ব্যক্তিদের। তবে এই তিন জনের আনুগত্যের মান সমান নয়। আল্লাহর আনুগত্য হবে শর্তহীন। যে আনুগত্যের মূলভিত্তি দাসত্ব। ইরশাদ হচ্ছে...

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(16)

তোমরা সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করবে। (আল্লাহর কথা) শোনবে এবং আনুগত্য করবে। আর (আল্লাহর পথে) খরচ করবে (এতে কার্পন্য করবে না।) তোমাদের জন্য ইহাই উত্তম। কারনঃ মনের কার্পন্য থেকে যাদের বাঁচিয়ে রাখ হয় তারাই সফল। (৬৪ তাগা'বুনঃ ১৬)

পর্যালোচনাঃ আল্লাহর আনুগত্য হবে শর্তহীন, সীমাহীন এবং প্রশ্নাতিত। আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে আনন্দ চিত্তে, শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। এব্যাপারে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করলে বা আল্লাহর আনুগত্যে অসন্তুষ্ট হলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর ঈমান নষ্ট হয়ে গেলে ইবাদাত বন্দেগী সব নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে।

রাসূলের আনুগত্যঃ রাসূলের আনুগত্য হয় আল্লাহর অনুমোদন সাপেক্ষে, আল্লাহর আদেশে। রাসুলের আনুগত্য করতে আল্লাহ্ অনুমোদন দিয়েছেন এবং আদেশ করেছেন। তাই রাসূলের আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্য হিসাবেই দেখা হয়। ইরশাদ হচ্ছে...

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ

আমি রাসূল পাঠাই যেন আল্লাহর অনুমোদনে তাদের আনুগত্য করা হয়।.... (৪ নিসাঃ ৬৪)

পর্যালোচনাঃ আল্লাহ্ আমাদের মালিক। আমরা আল্লাহর দাস। তাই আনুগত্য হবে শুধুই আল্লাহর। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য ততোটুকুই করতে হবে; যতোটুকু করতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূলের আনুগত্য করতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন তাই আমরা রাসূলের আনুগত্য করব। কারন রাসূল কখনো এমন কিছু বলেন না; যাতে আল্লাহর অনুমোদন নেই। মহান আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ،إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى

সে (রাসূল) মনগড়া কিছু বলে না। (আল্লাহর কালাম হিসাবে সে যা বলছে) ইহাই ওহী, (এসব) ওহীই (তার কাছে) পাঠানো হয়। (সূরাহ নাজমঃ ৩-৪)

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে...

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80)

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল সে (মূলত) আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর কেউ (রাসূলের আনুগত্য) বিমুখ হলে (মনে রাখবে) তাদের রক্ষক হিসাবে তোমাকে পাঠানো হয়নি। (আল্লাহর আযাব থেকে তুমি তাদের বাঁচাতে পারবে না এবং ইহা তোমার দায়িত্বও নয়) (৪ নিসাঃ ৮০)

কর্তা ব্যক্তির আনুগত্যঃ কর্তা ব্যক্তি নেতা হউক বা সাশক, আলীম উলামা পীর বা ইমাম, অফিসার বা নিয়োগ দাতা, পিতা, স্বামী, বড় ভাই, উস্তাদ বা অন্য কেউ।
উনাদের আনুগত্য হবে আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া মূলনীতির আওতাধীন থেকে। আল্লাহর বিধান ও রাসূল সাঃর আদর্শের বাহিরে গিয়ে অন্য কারো আনুগত্য বৈধ নয়। বর্নিত হচ্ছে...

عن عليّ رضي الله عنه :أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشاً وأمَّر عليهم رجلاً فأوقد ناراً وقال :ادخلوها ،فأرادوا أن يدخلوها وقال آخرون :إنما فررنا منها ،فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها :لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة ، وقال للآخرين :لا طاعة في المعصية ،إنما الطاعة في المعروف (رواه البخاري.

আলী রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ একদা এক ব্যক্তিকে আমীর নিযুক্ত করে একটি বাহিনী প্রেরন করলেন। (ইসলামে আমীরের আনুগত্য করা আবশ্যক এবং সামরিক বাহিনীর নিয়ম মত আমীরের আনুগত্য খুবই গুরুত্ব পূর্ন বিষয়। রাসূল সাঃর সাহাবাদের মাঝে এই নিয়ম খুবই মানা হত। অভিযানের এক পর্যায়ে) আমীর (সাহেব) আগুন জ্বালালেন এবং লোকজনকে বললেনঃ আগুনে ঝাপ দাও। (আমীরের আনুগত্য আবশ্যক ভেবে) কেউ কেউ আগুনে ঝাপ দিতে মনস্থ করলেন। তবে অনেকেই বললেনঃ (ইসলাম গ্রহণ করে) "আমরা আগুন থেকে পালিয়েছি" (এখন আমীরের কথা মেনে আগুনে ঝাপ দেব না। তাদের কথা শোনে অন্যরাও বিরত হলেন। মদীনায় ফিরে এসে) উনারা রাসূল সাঃকে ঘটনা খুলে বললেন। (আমীরের আনুগত্য করে) যারা আগুনে ঝাপ দিতে চেয়ে ছিলেন; তাদের লক্ষ্য করে রাসূল সাঃ বললেনঃ "এরা ঝাপ দিলে কিয়ামত পর্যন্ত বের হতে পারত না"। তারপর বললেনঃ "পাপ কাজে কোনো আনুগত্য নেই, আনুগত্য

হবে শুধু নেক কাজে” (অন্য বর্ননা মতে তিনি বলেছেনঃ “সৃষ্টি কর্তার অবাধ্য হয়ে কারো আনুগত্য করা যাবে না”।) (শব্দ গত সামান্য পরিবর্তন সহ বুখারী সহ অনেক কিতাবে হাদীছটি বর্নিত হয়েছে)

পর্যালোচনাঃ একটি সুন্দর সমাজের মূল ভিত্তি সামাজিক সৃংখলা। আর সামাজিক সৃংখলার মূল শক্তি ন্যায় সাম্য ও ইনসাফ পূর্ন আইন এবং আইনের শাসন। আর আইনের শাসনের মূলে রয়েছে আনুগত্য।

ইসলাম মানুষকে সমাজবদ্ধ থাকার আদেশ দিয়েছে এবং ন্যায় সামস্য ও ইনসাফ পূর্ন আইন দিয়েছে। যে আইনের মূল প্রবক্তা স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বু-ল-আ’লামীন। যে আইন বাস্তবায়নের জন্য যুগে যুগে পাঠানো হয়েছে কত নবী ও রাসূল। ইসলামের সামাজিক বিধান মতে মানব সমাজের সার্বিক নেতা হলেন নবী রাসূলগণ। তাই তো সকল নবীই মানুষকে আনুগত্যের আহ্বান জানিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে...

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ الْمُرْسَلِينَ(105) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلاَ تَتَّقُونَ(106) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ(107) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ(108)

নূহের জাতি রাসূলদের (আনুগত্য মেনে নিতে) অস্বীকার করল। যখন তাদের ভাই নূহ বললঃ তোমরা কি তাকওয়া অর্জন করবে না? আমি তোমাদের বিশ্বস্থ রাসূল। আল্লাহর তাকওয়া অর্জন কর এবং আমার আনুগত্য কর। (২৬ শুয়া’রাঃ ১০৫-১০৮) *(আল্লাহর ভয়ে কুফর শিরক থেকে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলে)*

এভাবে সূরাহ শুয়া’রার ১১০ এ নূহ আঃ, ১২৬ ও ১৩১ এ হূদ আঃ, ১৪৪ ও ১৫০ এ স্বালিহ আঃ, ১৬৩ এ লূত্ব আঃ এবং ১৭৯ শুয়া’ইব আঃ নিজ নিজ জাতিকে আনুগত্যের আহ্বান জানিয়েছেন।

অনুকরণের বিধানঃ

“কোনো কাজ করতে গিয়ে কারো বাতানো বা শিখানো পদ্ধতি হুবহু মেনে নেয়ার নাম অনুকরণ”। মহান আল্লাহ্ আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদাতের জন্য। আর ইবাদাতের পদ্ধতি শিখাতে দিয়েছেন কিতাব, পাঠিয়েছেন রাসূল।

আল্লাহ্র কিতাবে যে পথ বাতানো হয়েছে এবং রাসূল সাঃ যে পথে চলেছেন; আমাদেরকে সে পথেই চলতে হবে। আল্লাহর কিতাবে ইবাদাতের যে পদ্ধতি বাতানো হয়েছে এবং রাসূল সাঃ যে পদ্ধতিতে ইবাদাত করেছেন আমাদেরকেও সে পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। ইহাই অনুকরণ। এমন অনুকরণ করতে পারলেই আমরা সফল হতে পারব। নতুবা বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যাবে।

মানুষ সাধারণত তিনটি বিষয়ের অনুকরণ করে থাকে। যথাঃ

- ❖ আদর্শের অনুকরণ,
- ❖ কিতাব বা বিধানের অনুকরণ,
- ❖ ব্যক্তির বা সমাজের অনুকরণ।

সকল অনুকরণের ক্ষেত্রেই আমাদেরকে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ

- ➢ আল্লাহ্ যে আদর্শের অনুকরণ করতে বলবেন আমরা শুধু ওই আদর্শের অনুকরণ করব।
- ➢ আল্লাহ্ যে কিতাব বা বিধানের অনুকরণ করতে বলবেন আমরা শুধু ইহার অনুকরণ করব,
- ➢ আল্লাহ্ যে ব্যক্তির বা সমাজের অনুকরণ করতে বলবেন আমরা শুধু তারই অনুকরণ করব

তাহলে আসুন! এবার জেনে নেই; আল্লাহ্ কোন বিষয়ে কিসের অনুকরণ করতে বলেছেন।

আদর্শের অনুকরণঃ আমাদের অনুকরণীয় আদর্শ হচ্ছে তাওহীদ তথা একত্ববাদী আদর্শ, শিরক মুক্ত আদর্শ। যে আদর্শ বিশ্ব হতিহাসে ইবরাহিমী আদর্শ হিসাবে খ্যাত। জীবনের আদর্শ হিসাবে আমরা শুধুই ইবরাহিমী আদর্শের অনুকরণ করব। কারনঃ মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে শুধু এই আদর্শের অনুকরণ করতে বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا(125)

তার চেয়ে উত্তম দ্বীনদার (আদর্শবান) আর কে, যে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করে, সৎকাজ করে আর একনিষ্ঠ ভাবে ইবরাহীমী আদর্শের অনুকরণ করে? (কারনঃ ইবরাহীম আঃ ছিলেন উত্তম আদর্শের অধিকারী। তাই) আল্লাহ ইবরাহীমকে খালীল বানিয়েছেন। (৪ নিসাঃ ১২৫)

পর্যালোচনাঃ সকল প্রকার শিরক বর্জন করে তাওহীদের উপর অবিচল থাকাই ইবরাহীম আঃর আদর্শ। আদর্শ গত ভাবে আমরা শুধু এই আদর্শেরই অনুকরণ করব। কারনঃ একত্ববাদের আদর্শই সঠিক আদর্শ। ইহাই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র আদর্শ। সকল নবী ও রাসূল (আঃ) একই আদর্শ মেনে চলেছেন। শেষ নবী মুহাম্মাদ সাঃ ও এই আদর্শের আনুসারী ছিলেন। তিনি একই আদর্শের দাওয়াত দিয়েছেন এবং এই আদর্শকেই বৈশ্বিক আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। ইবরাহিমী আদর্শের অনুসারী হিসাবে আমাদেরকেও রাসূল সাঃর অনুকন করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে...

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(31)

বলঃ তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাইলে আমার (মুহাম্মাদ সাঃর) অনুকরণ কর; আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ সমূহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (৩ আ-ল ই'ম রানঃ ৩১)

হুঁশিয়ারিঃ একত্ববাদী আদর্শের নাম ইসলাম। আমাদেরকে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আদর্শ হিসাবে শুধুই ইসলাম মেনে চলতে হবে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো আদর্শের অনুকরণ করা যাবে না। কারনঃ ইসলামের বিপরীতে যত আদর্শ রয়েছে সব মানব রচিত, মনগড়া। এসবের মূল ভিত্তি কুফর ও শিরক। এসব আদর্শের অনুকরণ করলে আমরা ব্যর্থ হয়ে যাব, আমাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে...

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ(85)

যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীনের (আদর্শ, নীতিমালা, বিধান, মতবাদের) সন্ধান করল তার (ইবাদাত বন্দেগী) কিছুই কবুল করা হবে না। আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্থ। (আ-ল ই'ম রানঃ ৮৫)

কিতাব ও বিধানের অনুকরণঃ আমাদের অনুকরণীয় কিতাব হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ব কিতাব আল-কুরআন। বিধান সম্বলিত এই কিতাব ওহীর মাধ্যমে রাসূল সাঃর কাছে পাঠানো হয়েছে। এবং মহান আল্লাহ্ তায়া'লা আমাদের আদেশ দিয়েছেনঃ বাস্তব জীবনে আমরা যেন এই কিতাব ও এর বিধান মেনে চলি। সুতরাং অনুকরণীয় কিতাব হিসাবে আমরা এই কিতাবকে এবং অনুকরণীয় বিধান হিসাবে এই কিতাবের বিধানকেই মেনে চলব।

আল-কুরআনের বাস্তব নমুনা হচ্ছেন রাসূল সাঃ। তাই জীবনে সফল হতে হলে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল সাঃর সুন্নাহ অনুকরণের কোনো বিকল্প নেই। ইরশাদ হচ্ছে...

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا(2)

প্রভূ থেকে আগত ওহীর অনুকরণ কর। তোমাদের সকল কাজ সম্পর্কে আল্লাহ অবগত। (৩৩ আহযাবঃ ২)

হুঁশিয়ারিঃ আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে অন্য কোনো কিতাবের অনুকরণ করা যাবে না। আল্লাহর বিধানের বিপরীতে অন্য কোনো বিধানের অনুকরণ করা যাবে না। করলে বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে...

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ(49)

বিচার ও শাসন কর আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব ও বিধান মতে। তাদের আহওয়া (মনগড়া নীতিমালা, বিধিবিধান, তরিকা সহ কোনোকিছুর) অনুকরণ কর না। (যারা এসব বানায় এবং যারা মেনে নেয়) তাদের বর্জন কর। যেন আল্লাহর বিধান থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। তারা (আল্লাহর বিধান থেকে) বিরত হলে জেনে রাখবে! পাপের কারনে আল্লাহ তাদের সাজা দিতে চাচ্ছেন (আর মনে রাখবে) অধিকাংশ মানুষই পাপিষ্ঠ। (৫ মাইদাহঃ ৪৯)

ব্যক্তির অনুকরণঃ কোনো ব্যক্তির বাতানো পথে চলা বা তার বাতানো পদ্ধতিতে কাজ করার নাম ওই ব্যক্তির অনুকরণ। আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া অন্য কারো অনুকরন করা যাবে না। জীবনের আদর্শ হিসাবে আমরা শুধু ওই ব্যক্তির অনুকরণ করব যার অনুকরণ করতে আল্লাহ্ আদেশ করবেন।

আমাদের জীবনের আদর্শ হিসাবে এবং আল্লাহর দাসত্বের বাস্তব পদ্ধতি শিখানোর জন্য পাঠানো হয়েছে রাসূল। সুতরাং জীবনের আদর্শ হিসাবে আমরা শুধু রাসূল সাঃর অনুকরন করব। ইরশাদ হচ্ছে...

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ(31)

বলঃ আল্লাহকে ভালবাসতে চাইলে আমার অনুকরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন, তোমাদের পাপ সমূহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (আ-ল ই'মরানঃ ৩১)

হুঁশিয়ারিঃ যে যুগে যে রাসূলকে পাঠানো হয় সেই যুগের মানুষের জন্য তিনিই হন আল্লাহর মনোনীত একমাত্র আদর্শ। রাসূলের বিপরীতে অন্য কারো অনুকরণ করা যাবে না। করলে বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ(26)

হে দাউদ! আমি যমীনে তোমাকে খালীফাহ বানিয়েছি। মানুষের মাঝে বিচার ও শাসন কর সঠিক বিধান মেনে। আর (শোন!) মানব রচিত মনগড়া কোনো কিছুর অনুকরণ কর না। এতে তুমি আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। আর যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তাদের তরে কঠিন আযাব। কারনঃ তারা বিচার দিন ভূলে থাকে। (৩৮ স্বোয়াদঃ ২৬)

বিঃ দ্রঃ = ইসলাম পরিপূর্ন জীবন বিধান। ইসলাম আমাদেরকে সুন্দর একটি সমাজ ব্যবস্থা বা সমাজ নীতি দিয়েছে। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ নিজ হাতে গড়ে তুলে ছিলেন একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ। যে সমাজের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত সদস্য ছিলেন সাহাবাগণ। সুতরাং সমাজ পরিচালনায় এবং সামাজিক বিষয়াদিতে রাসূল সাঃর সাহাবাগণ আমাদের অনুকরণীয়। সমাজ পরিচালনায় আমরা সাহাবাদের অনুকরন করব।

এমনকি রাসূল সাঃর কাজের বা কথার কোনো ব্যাখ্যা যদি সাহাবাদের থেকে পাওয়া যায় তবে এই ব্যাখ্যাকে আমরা অন্যসব ব্যাখ্যা থেকে বেশী গুরুত্ব দেব। আল্লাহ্ তায়া'লা বলেছেন..

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(137)

তোমরা (সাহাবাগণ) যেভাবে ঈমান এনেছ, সেভাবে ঈমান আনলে তারাও হিদায়াত পাবে। আর কেউ (তোমাদের অনুকরণ) বিমুখ হলে (মনে করবে) তারা (দ্বীনের) বিরোধীতায় রত। তবে (এজন্য ভেব না) তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রুতা, মহাজ্ঞানী। (২ বাক্বারাহঃ ১৩৭)

জ্ঞাতব্যঃ রাসূল সাঃর যুগ ছিল ইসলামের স্বর্ন যুগ। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকলের জন্য এই যুগ ছিল আদর্শ যুগ। এই যুগের মুসলিমগণ তথা রাসূল সাঃর সাহাবাগণ হচ্ছেন ঈমানের বাস্তব নমুনা। তারা যেভাবে ঈমান এনে ছিলেন, যেভাবে ইসলাম মেনে ছিলেন আমাদেরকে এভাবেই মানতে হবে। ইহাই হেদায়াতের পথ। এই আয়াতে একথাই বলা হয়েছে। এক হাদীছে রাসূল সাঃ বলেছেন..

روى البخاري ، (2652) ومسلم (2533) **عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود رضي الله عنه ،عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ،ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ،ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ،ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ ،وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ**

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ সর্ব উৎকৃষ্ট মানুষ হচ্ছে আমার যুগের (মানুষ)। তারপর যারা তাদের সঙ্গ পাবে, তারপর যারা তাদের সঙ্গ পাবে। তারপরে এমন লোকদের আবির্ভাব ঘটবে যারা সাক্ষ্যের আগে শপথ করবে, শপথের আগে সাক্ষ্য দেবে। (অর্থাৎ তারপরে মানুষের নৈতিক ও আদর্শিক বিচ্যুতি ঘটবে। তাদের সাক্ষি ও শপথের যথাযত মূল্য থাকবে না। তারা অধিক পরিমাণে মিথ্যা সাক্ষ্যি দেবে এবং মিথ্যা শপথ করবে) (বুখারীঃ ২৬৫২, মুসলিমঃ ২৫৩৩)

কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল আমাদের অনেক মানুষ দল, মসলক ও মিনহাজের নামে নতুন নতুন আক্বীদাহর তৈরি করে সাহাবাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছেন। আমাদের সমাজে যারা স্বঘোষিত ভাবে ইসলামের ঠিকাদার বনে বসে আছেন উনাদের কাজ কর্মের অনেক কিছুই সাহাবাদের সাথে মিলে না। তারপরও উনারা নিজেদেরকে হক্কানী, ওলি আউলিয়ার পথ, সহীহ আকিদাহ, ইত্যাদি বলে অপপ্রচার করে থাকেন।

স্বার কথাঃ

- কারো আদেশ নিষেধ মেনে চলার নাম আনুগত্য।
- আনুগত্যের মূল অধিকারী আল্লাহ্।
- আল্লাহর আনুগত্যের কোনো শর্ত নেই, সীমান নেই।
- আল্লাহর পরে আনুগত্য হবে রাসূলের।
- রাসূল আল্লাহ্ দূত। তাই রাসূলের আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্য হিসাবেই দেখা হবে।
- আল্লাহ্ ও রাসূল ছাড়া অন্যদের আনুগত্য হবে সীমিত পরিসরে শর্ত সাপেক্ষে।
- আল্লাহর বিধান ও রাসূলের আদর্শের বিপরীতে অন্য কারো আনুগত্য করা যাবে না।

লেখক..
মুফতী শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ
মুফতী, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, লেখক, গবেষক, শিক্ষাবিদ।
০৮/০৫/২০২০ ঈসায়ী, ১৫ই রামাদ্বান ১৪৪১ হিজরি।